যুগান্তর

বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা কাল : আন্দোলন দু'দিন শিথিল

সব রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ, ১৯ শিক্ষার্থীকে সাময়িক বহিষ্কারসহ পাঁচ দফা দাবি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নোটিশ জারি * ১৫ অক্টোবর নতুন কর্মসূচি * হলে হলে র‍্যাগিংবিরোধী ব্যানার, অভিযোগ জানাতে ফোন নম্বর

প্রকাশ : ১৩ অক্টোবর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

যুগান্তর রিপোর্ট

ছাত্রলীগের পিটুনিতে আবরার ফাহাদ খুনের ঘটনায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) চলমান আন্দোলন কর্মসূচি দু'দিনের জন্য 'শিথিলের' ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। সেই অনুযায়ী আজ রোববার ও কাল সোমবার বুয়েটে কোনো কর্মসূচি পালিত হবে না।

ফলে ১৪ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় ভর্তি পরীক্ষা যথারীতি হবে। তাৎক্ষণিকভাবে পূরণযোগ্য ৫ দফা দাবি বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষের আদেশ জারির পর শনিবার দুপুর আড়াইটায় এই ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। তবে ১০ দফা দাবি আদায়ে ১৫ অক্টোবর আবার নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করবেন
তারা।

প্রশাসনের পদক্ষেপ ও আন্দোলনকারীদের এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে ষষ্ঠ দিনের মাথায় বুয়েটের অচলাবস্থার সাময়িক অবসান হল। এর আগে দাবি আদায়ে সকাল থেকে বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ ও সড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা।

তাদের ঘোষণার পর বিকালে কর্তৃপক্ষ ভর্তি পরীক্ষা কমিটির বৈঠক করেছে। এতে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানা গেছে।

কর্মসূচি শিথিলের ঘোষণার আগে বুয়েট প্রশাসন শিক্ষার্থীদের পাঁচ দফা দাবি মেনে নিয়ে পৃথক চারটি বিজ্ঞপ্তি ও একটি অফিস আদেশ জারি করে। দুপুরে এই খবর শহীদ মিনার এলাকায় পৌঁছালে অবস্থানরত আন্দোলনকারীদের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়।

তাৎক্ষণিকভাবে অনেকেই উল্লাস প্রকাশ করেন। দাবির পরিপ্রেক্ষিতে অফিস আদেশ জারি হওয়া আন্দোলনের প্রাথমিক বিজয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এরপর সংবাদ সম্মেলনে উল্লিখিত ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বুয়েট ভিসিকে ধন্যবাদ জানান।

এদিকে বুয়েটের হলে হলে তল্লাশি ও হল এলাকায় অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শনিবার হল এলাকায় অবস্থিত কয়েকটি দোকানপাট ভেঙে ফেলা হয়। বেশকিছু দোকান ও দোকানের সরঞ্জামাদি জব্দ করে বুয়েট ক্যাম্পাসে নিয়ে যাওয়া হয়।

এছাড়া হল তল্লাশি শুরুর পর বেশ কয়েকজনকে ব্যাগ-লাগেজ নিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখা গেছে। হলগুলোতে র‌্যাগিং বা নির্যাতনবিরোধী সতর্কতামূলক ব্যানার টানানো হয়েছে। ওই ব্যানারে ছাত্র কল্যাণ পরিচালক, হলের দায়িত্বে থাকা প্রভোস্ট ও সহকারী প্রভোস্টদের টেলিফোন নম্বর দেয়া আছে।

এসব নম্বরে শিক্ষর্থীরা নির্যাতনসহ যে কোনো অভিযোগ জানাতে পারবে।

৫ অক্টোবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেয়ার জেরে আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যা করে ছাত্রলীগের কিছু নেতাকর্মী। এ ঘটনায় দায়ের করা মামলার ১৯ আসামির মধ্যে ১৪ জনসহ মোট ১৯ জনকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে।

ওই ঘটনার রেশ ধরে বুয়েটসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন গড়ে ওঠে। আন্দোলনের পঞ্চম দিন শুক্রবার ভিসির সঙ্গে শিক্ষার্থীরা আলোচনায় বসেন। সেখানে ১০ দফা দাবি বাস্তবায়নের অগগ্রতি তুলে ধরেন ভিসি। পাশাপাশি আন্দোলন বিরত রাখার আহ্বান জানান।

কিন্তু ১০টির মধ্যে তাৎক্ষণিক পূরণযোগ্য ৫টি বাস্তবায়নের আদেশ জারি করা না হলে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা। এরপর শনিবার ওই ৫টি দাবি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়।

আন্দোলনকারীদের পাঁচ দফা দাবি মেনে নেয়ার বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি ও অফিস আদেশগুলো স্বাক্ষর করেন বুয়েটের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. সাইদুর রহমান। জারি হওয়া অফিস আদেশটি ছিল- আবরার হত্যা মামলায় এজাহারভুক্ত ১৯ জনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার সংক্রান্ত।

এতে আরও বলা হয়, বুয়েটের তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হলে এবং আদালতে যারা সাজাপ্রাপ্ত হবেন, তাদের স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে। আর চার বিজ্ঞপ্তির একটিতে বুয়েটে সব রাজনৈতিক সংগঠন ও এর কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

আরেকটিতে অবৈধভাবে সিট দখলকারীদের উচ্ছেদ, সাংগঠনিক ছাত্র সংগঠনগুলোর অফিস রুম সিলগালা এবং ছাত্র নির্যাতন বা র‌্যাগিং করা হলে দায়ীদের সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বাকি দুটির মধ্যে রয়েছে আবরার হত্যা মামলার সব খরচ বুয়েট প্রশাসন বহন ও পরিবারকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে এবং নির্যাতনের ঘটনার অভিযোগ দায়েরের জন্য ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হবে।

এসব বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর আন্দোলন শিথিল করার ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা। তারা বলেন, আমাদের ১০ দফা দাবি আদায়ের আন্দোলন চলছে, চলবে। তবে ভর্তিচ্ছু ১২ হাজার শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের কথা চিন্তা করে আমরা ১৩ ও ১৪ অক্টোবর আন্দোলন শিথিল করছি।

ভর্তিচ্ছুদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা করব। এ দু'দিন প্রশাসনের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে ১৫ অক্টোবর নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করব।

আন্দোলন শিথিল করার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে তারা বলেন, ভর্তি পরীক্ষার সময় বিবেচনা করে ৫টি পয়েন্ট চিহ্নিত করেছিলাম। বুয়েট প্রশাসন আমাদের পাঁচ দফা দাবি বাস্তবায়নে অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এবং সেসব বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু করেছে।

তিতুমীর হল ও আহসানউল্লাহ হলে স্থাপনের জন্য নতুন সিসি ক্যামেরা আনা হয়েছে। নজরুল হল, আহসানউল্লাহ হল ও তিতুমীর হলে অবৈধ সিট দখলকারীদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়েছে। নির্যাতনের অভিযোগ জানানোর জন্য ওয়েব পোর্টাল তৈরি করতে সাত দিন সময় লাগবে।

আমরা নিজেরা গিয়ে আইটি সেকশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। এ সংক্রান্ত একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এসব উদ্যোগ নেয়ায় ভর্তি পরীক্ষার জন্য দু'দিন আন্দোলন শিথিল করেছি। তবে আন্দোলন তুলে নিচ্ছি না।

বুয়েট প্রশাসনের উদ্দেশে আন্দোলনকারীরা বলেন, আপনাদের আশ্বাসের ওপর বিশ্বাস রাখতে চাই। গত তিন বছরে অনেক ফাঁকা আশ্বাসে আমাদের অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে। এবার বিশ্বাস ভেঙে দেবেন না, বিশ্বাস ভেঙে গেলে গড়া সম্ভব নয়।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ও বুয়েট ভিসিকে ধন্যবাদ জানান আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। তারা বলেন, শুরু থেকেই প্রধানমন্ত্রী আমাদের পাশে ছিলেন। উনার ইচ্ছার কারণে অনেক জট খুলছে। তিনি পাশে না থাকলে এত দ্রুত সময়ের মধ্যে বুয়েট প্রশাসন আমাদের দাবিগুলো মেনে নিত না।

ভিসি স্যারকেও ধন্যবাদ। তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। দাবি বাস্তবায়ন করছেন।

এদিকে আন্দোলনকারী কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, শুক্রবার বুয়েটের ভিসি অধ্যাপক ড. সাইফুল ইসলাম শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বৈঠকে এসব দাবি মেনে নেয়ার কথা জানালেও তাতে আশ্বস্ত হতে পারেননি শিক্ষার্থীরা।

তারা জানান, এ আন্দোলনের সঙ্গে সারা দেশের মানুষের সহমর্মিতা আছে। এবার ভর্তি পরীক্ষায় ১২ হাজারের বেশি ভর্তিচ্ছু অংশ নেবে। আন্দোলনের কারণে পরীক্ষা পেছালে সব দায় আন্দোলনের ওপর বর্তাবে।

এমন কারণেই আন্দোলন শিথিল করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তারা আরও জানান, বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনের পর দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাস দিলেও পরে বাস্তবায়ন করা হয়নি।

এমনকি গত জুনে বুয়েট ক্যাম্পাসে বহিরাগতরা কয়েকজন শিক্ষার্থীকে মারধর করলে নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে বেশ কিছু দাবি-দাওয়া তুলে ধরেছিল। প্রশাসন তা মেনে নেয়ার আশ্বাস দিলেও তা বাস্তবায়ন করেনি।

বুয়েটের জন্য দুটি গেট করার কথা দিলেও তা নির্মাণ শুরু করেননি। তবে এবার আবরার মারা যাওয়ায় দশ দফা দাবির বেশ কিছু মেনে বাস্তবায়ন শুরু করেছে। আরও কিছু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এদিকে বুয়েটে গিয়ে দেখা যায়, বেলা ১১টার পরই ক্যাম্পাসের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে জড়ো হতে থাকেন শিক্ষার্থীরা। তারা আবরার হত্যার বিচার চেয়ে স্লোগান দেন। ১২টা ৩৫ মিনিটে বের হয় মিছিল। বরাবরের মতো শনিবারও মিছিলটি আবরারের শেরেবাংলা হল ঘুরে বুয়েট ক্যাম্পাসে ফিরে আসে।

ক্যাম্পাস ঘুরে মিছিলটি শেষ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দেয়ালে এদিন প্রতিবাদী বিভিন্ন গ্রাফিতি অঙ্কন করে নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেন শিক্ষার্থীরা।

হলে হলে অভিযান : শিক্ষার্থীদের আন্দোলন চলাবস্থায় শনিবার অনেকটা নীরবে শুরু হয় হলে হলে অভিযান। বুয়েটের ছাত্র কল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে হল প্রভোস্ট, সহকারী প্রভোস্টসহ সংশ্লিষ্টরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

অভিযানে পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের দেখা যায়নি। এছাড়া হলগুলোর সামনে গড়ে ওঠা বিভিন্ন টং দোকান শনিবার সকাল থেকে বন্ধ ছিল। বুয়েটের নিরাপত্তাকর্মীদের সেগুলো উচ্ছেদ ও কিছু কিছু জব্দ করতে দেখা গেছে।

হলে অভিযান পরিচালনার এক ফাঁকে কথা হয় অধ্যাপক মিজানুর রহমানের সঙ্গে। তিনি যুগান্তরকে বলেন, হলের বেদখল রুমগুলোর বিষয়ে আমরা খোঁজখবর নিচ্ছি। প্রভোস্টদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করছি।

সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নিচ্ছি। তিনি বলেন, হলে শিক্ষার্থী নির্যাতন হতো। নইলে আবরার মারা গেল কিভাবে? আমরা যেসব রুমে নির্যাতন হতো সেগুলোর তথ্য সংগ্রহ করছি।

শেরেবাংলা হলের একজন নিরাপত্তাকর্মী নাম গোপন রাখার শর্তে যুগান্তরকে বলেন, বুয়েট থেকে পাস করেছে এমন অনেকেই হলে রয়েছেন। তাদের নামিয়ে দেয়া হচ্ছে। আবরার হত্যার আগে কয়েকটি রুমে প্রতিদিনই বহিরাগতরা অবস্থান করতেন।

কয়েকদিন ধরে তারা রুমে আসছেন না। এলেও ঢুকতে পারবেন না। স্যাররা ওইসব রুম ঘুরে ঘুরে দেখেছেন। এমনকি ২০১১ নম্বর রুম, যেখানে আবরারকে মারা হয়েছে সেই রুমও দেখেছেন।

হলে উচ্ছেদ প্রসঙ্গে বুয়েটের নিরাপত্তাকর্মীদের সুপারভাইজার মো. বরকত আলী বলেন, স্যাররা সব টং দোকান উচ্ছেদ করতে বলেছেন। নির্দেশনা অনুযায়ী, যেসব স্টিলের দোকান বা বড় ভ্যানগাড়ির দোকান সেগুলো জব্দ করে ক্যাম্পাসে নিয়ে গেছি।

আর যেগুলো ছোট সেগুলো ভেঙে ফেলছি। হলের বাউন্ডারির ভেতরে তাঁবু টানিয়ে সিগারেট বিক্রি হতো। সেগুলো অপসারণ করছি।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।